নি র্বা চি ত

সাহাবা-কাব্য

روائع من أشعار الصحابة

সংকলন
আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ দা. বা.

কাব্যানুবাদ
মুহাম্মাদ উল্লাহ ইয়াহ্ইয়া

ঐতিহ্য

পেয়ারে হাবীব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ

তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরাম
(রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)

আমার সকল আসাতিযা ও মাশায়েখে কেরাম,
শ্রদ্ধেয় মা-বাবা ও মুরুব্বিগণ।

আল্লাহ তাআলা সকলের মর্যাদাকে উন্নত করুন।
আমীন।

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, বাংলাদেশ জমিয়তে উলামার চেয়ারম্যান,
শোলাকিয়া ঈদগাহের গ্রান্ড ইমাম, খলিফায়ে ফিদায়ে মিল্লাত,
আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ দা.বা.-এর

বাণী ও দুআ

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাম ও দরুদ বর্ষিত হোক সায়্যিদুল মুরসালীন ও খাতামুন্নাবিয়্যীন হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিগণের উপর।

মানুষের আবেগ-অনুভূতির ছন্দময় পরিশীলিত প্রকাশের নাম কবিতা। ভাব-অনুভূতি হলো এর প্রাণ। ছন্দ ও ভাষা তার দেহসৌষ্ঠব। আবেগ-অনুভূতি মানব-প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ, যার উষ্ণতায় প্রতিটি হৃদয় আপ্লুত হয়। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন এক কবিসত্তা বাস করে। সে কবিসত্তার অনুভূতিগুলো শব্দ ও ছন্দের লেবাসে প্রকাশিত হলে আমরা তাকে কবিতা নামে ডাকি।

ইসলাম মানব-স্বভাবানুকূল একটি ধর্ম। ফলে ইসলাম মানবসত্তার সহজাত কাব্যসত্তার মূল্যায়ন করে। তার চাহিদাকে গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তির কাব্যপ্রতিভাকে বাধাগ্রস্ত না করে বরং সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়িয়ে তাকে সুপথ দেখায়। হিত ও কল্যাণের পথে পরিচালিত হতে নির্দেশ দেয়। সত্য ও শুদ্ধতার আলোকময় রাজপথে চলতে শেখায়। পরিশুদ্ধ বিশ্বাস ও আদর্শে অবিচল থেকে সত্য ও সুন্দরের প্রচারক হতে বলে। সকল আবিলতা-অশ্লীলতা এবং কুফর-শিরকের কালিমামুক্ত বিশুদ্ধ কাব্যচর্চাকে ইসলাম উৎসাহিত করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয় কিছু কবিতা প্রজ্ঞাময়।’ অন্যদিকে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, ‘তোমাদের কারো পাকস্থলী (মন্দ ও অসত্য) কাব্যে পূর্ণ হওয়ার চেয়ে পুঁজে পূর্ণ হওয়াই শ্রেয়।’

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবি ছিলেন না। কবি পরিচয় তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। তবে সত্য ও শুদ্ধ কবিদের তিনি পছন্দ করতেন। প্রশংসা করে উৎসাহ দিতেন। সাহাবি হজরত হাসসান ইবন সাবিত রা.-এর জন্য তিনি মসজিদে একটি আসন বানাতে নির্দেশ প্রদান করে বলেন, তুমি কাফেরদের তীর্যক-নিন্দামূলক কবিতার জবাবি কবিতা রচনা করো, জিবরাইল তোমার সাথে আছেন। হজরত কাআব ইবন যুহাইর রা, তাঁর ‘বানাত-সুআদ’ নামক প্রসিদ্ধ

কবিতাটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আবৃত্তি করলে তিনি নিজের চাদরটি খুলে পুরস্কার হিসেবে তাঁকে পরিয়ে দেন।

হেজাজবাসী সাধারণত স্বভাবকবি হয়ে থাকে। আরবের স্বচ্ছ আবহাওয়া এবং দিগন্তবিস্তৃত মরু-আকাশ একজন স্বভাবকবির জন্য একটি আদর্শ অঞ্চল। আরব কবিরা চমৎকার সব কবিতা রচনা করে ফেলতো নিমিষেই। ইসলাম ও কুরআন তাঁদের সেই কাব্যসত্তায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। আদর্শিক শুদ্ধতা আর চেতনার অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করেছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের রা. কেউ কেউ আরবের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। এছাড়া ঈমানদীপ্ত নানা ঘটনায় তাঁদের অনেকের হৃদয় উৎসারিত বহু কবিতা আজো অমর হয়ে আছে।

ইসলামের ইতিহাসের আকর গ্রন্থগুলো অধ্যয়নকালে অনেক সাহাবির ঈমানজাগানিয়া বহু কবিতা পাঠের সুযোগ হয়েছে। সে থেকে এসব কাব্য সংকলনের চিন্তাটি মাথায় আসে। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলো উল্লেখসহ সাহাবাকাব্যের সংকলনটি দেশ-বিদেশের পণ্ডিত আলেমদের সামনে পেশ করলে সকলে তা খুব পছন্দ করেন। এরপর অনুজ মাওলানা আরীফ উদ্দীন মারুফ কবিতাগুলোর প্রয়োজনীয় শব্দ-বিশ্লেষণ ও টীকা সংযুক্ত করে।

ইতোমধ্যে নির্বাচিত সাহাবাকাব্যের এ সংকলনটি আরবের একাধিক লাইব্রেরি থেকে ছেপে বিশ্বের কাব্যপ্রেমিক বিশেষত পেয়ারে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি-প্রেমিক পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। বাংলাদেশের কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূল আরবি গ্রন্থটি উচ্চতর আরবি সাহিত্যের ক্লাসে সিলেবাসভুক্ত।

জামিআ ইকরা বাংলাদেশ-এর মুদাররিস স্নেহাস্পদ মুহাম্মাদ উল্লাহ ইয়াহইয়া এ গ্রন্থটি পাঠদানকালে এর একটি কাব্যানুবাদ প্রস্তুত করে, যা এখন পাঠকের হাতে। আল্লাহ তাআলা এ কাজকে কবুল করুন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বদলা দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণের সুন্নাহ ও জীবনাদর্শে সজ্জিত করে দিন। পেয়ারে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'লিওয়ায়ে হামদ'-এর নিচে জায়গা করে দিন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

(মূলগ্রন্থ থেকে ঈষৎ সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত অনুবাদ)

আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ দা.বা.
শায়খুল জামিআ, জামিআ ইকরা বাংলাদেশ

বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসির, রাঈসুল জামিআ, আল্লামা আরীফ উদ্দীন মারুফ দা.বা.-এর

অভিমত

এক

আরবিতে কবিতাকে বলা হয় শে'র। অনুভব-উপলব্ধি ও জ্ঞানের সূক্ষ্মতা এর মূল অর্থ। প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যাইয়াত বলেন, ছন্দবদ্ধ এবং অন্ত্যমিলবিশিষ্ট যে কথামালা অভিনব ভাবনা ও গভীর রেখাপাতকারী ভাবচিত্র প্রকাশ করে তাই কবিতা। সেটা পদ্য আকারে হতে পারে, গদ্য আকারেও হতে পারে।

বিশিষ্ট আরবি ভাষা পণ্ডিত জুরজি যায়দান কাব্যকে ছন্দের শৃঙ্খলমুক্ত রাখার প্রয়াসী। তবে কাব্যের সাবলীলতা, শ্রীবৃদ্ধি এবং মাধুর্য আনয়নে ছন্দের প্রভাবকে তিনিও স্বীকার করেন।

দুই

মনের ভাব প্রকাশের বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে কবিতা ইসলামের দৃষ্টিতেও স্বীকৃত। তবে বিষয়বস্তুর ভালো-মন্দ হিসেবে ইসলাম কাব্যকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করে থাকে। মিথ্যা, অসারতা আর অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট কবিতা ইসলামে নিন্দনীয়। ঈমান ও বিশুদ্ধ আকিদার প্রশ্নে ইসলাম আপসহীন।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বিশ্বাসীদের বিশুদ্ধ ও সত্যাশ্রয়ী কবিতাকে সমর্থন করা হয়েছে। ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, কবিতা এক ধরনের কথামালা। ভালো বিষয়বস্তুর কবিতা ভালো ও সুন্দর। মন্দ বিষয়বস্তুর কবিতা মন্দ, অসুন্দর।

তেমনি কাব্য যদি ব্যক্তিকে তার কর্তব্য পালনে উদাসীন করে, মুমিনকে আল্লাহর জিকির ও শরিয়তের বিধান পালনে গাফেল বানায় তবে সেটা নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। একে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুঁজ দ্বারা উদরপূর্তির শামিল বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে ভালো ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতার তিনি উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

তিন

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী ছিলেন। কিন্তু তিনি কবি ছিলেন না। পবিত্র কুরআনে কাব্যকে তাঁর জন্য অসমীচীন বলা হয়েছে। তবে কখনও কখনও তিনি অন্যদের প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতা শুনতেন। দু-একবার তিনি কোনো কোনো কবির কবিতা আবৃত্তিও করেছেন।

চার

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামার চেয়ারম্যান আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ দা.বা. আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই। তিনি ১৯৬৮ খ্রি./১৩৮৯ হিজরি সনে ৪৩ জন সাহাবির কবিতার একটি সংকলন তৈরি করেন। ১৪১৪ হিজরি সনে তিনি এ কিতাবটিকে প্রয়োজনীয় শব্দ-বিশ্লেষণ ও টীকা যুক্ত করে প্রকাশের নির্দেশ দেন। আল্লাহ তাআলার তৌফিকে সে কাজটি সুসম্পন্ন করি। কিতাবটি 'রাওয়ায়ে মিন আশআরিস সাহাবা' নামে ছাপানো হয় এবং সর্বমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়। ১৪২৫ হি./২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে কিতাবটি মিসরের রাজধানী কায়রোর বিখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'দারুল হাদিস' থেকে ছেপে আরব বিশ্বসহ পৃথিবীর নানা দেশের পাঠকদের হাতে পৌঁছে যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কিতাবটি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চস্তরে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গৃহীত।

ঐতিহ্যবাহী জামিআ ইকরা বাংলাদেশ এর স্নাতক শ্রেণিতে এ কিতাবটি সিলেবাসভুক্ত। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ ইয়াহইয়া মূল আরবি থেকে সাহাবিগণের এ কবিতাগুলোর ছন্দানুবাদ করে নবী ও সাহাবিগণের জীবনাদর্শের প্রোজ্জ্বল এ অঙ্গনটিকে বাঙালি পাঠকবর্গের সামনে উন্মোচন করেছে। এর ঈমানি খোরাক মুমিনের জীবনকে নিঃসন্দেহে আলোড়িত করবে। আল্লাহ তাআলা তার এই খেদমতকে কবুল করুন।

আরীফ উদ্দীন মারুফ দা.বা.
প্রিন্সিপাল, জামিআ ইকরা বাংলাদেশ।

অনুবাদকের কথা

কুরআনের শিক্ষা ও নববী জীবনাদর্শের সফলতম বাহক ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম রা.। তাঁরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহি নাজিল হওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী। কুরআন ও নববী জীবনের জীবন্ত রূপটি তাঁদের সামনে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ছিল। বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের আলোয় তাঁরা উদ্ভাসিত ছিলেন। ঈমান ও ইসলামের প্রাণপ্রাচুর্যে প্রাচুর্যশালী। সাথে সাথে কুরআনের ভাষায় তাঁরা সত্যের মাপকাঠি। দুনিয়ার বুকে থেকেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের সুসংবাদপ্রাপ্ত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্রব-সাহচর্যে তাঁরা আলোর নক্ষত্রে পরিণত হয়েছিলেন। ঈমানি চেতনা আর সৃষ্টির সেবায় উৎসর্গিতার মানসিকতায় প্রাণবন্ত ছিলেন। ফলে সাহাবিদের মধ্যে যাঁরা কবিতা রচনা করেছেন তাঁদের কাব্যগুলোও ঈমানদীপ্ত ও জীবনীশক্তিতে বলীয়ান।

আমার মুহতারাম উস্তাদ বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামার চেয়ারম্যান আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ দা.বা. সাহাবিগণের এ কবিতাগুলোকে একত্র করে সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেন ১৯৬৮ সালে। এরপর সংকলকের অনুজ আমার মুশফিক উস্তাদ আল্লামা আরীফ উদ্দীন মারুফ দা.বা. সেটিকে প্রয়োজনীয় তাহকিক করে প্রকাশ করেন। ২০০৫ সালে কিতাবটি আরব বিশ্ব থেকেও প্রকাশিত হয়।

ঐতিহ্যবাহী জামিআ ইকরা বাংলাদেশে এ কিতাবটি কয়েক বছর আমার পাঠদানের সুযোগ হয়। তখন থেকেই সাহাবায়ে কেরামের এ কাব্যগুলোকে বাঙালি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার একটি বাসনা আমাকে তাড়িত করে। নবীজির প্রিয় সাহাবিগণের ঈমানজাগানিয়া এসকল কবিতা একদিকে যেমন কাব্যরসিকদের জন্য সুপাঠ্য এক উপাখ্যান, তেমনি নববী সুহবত ও সাহচর্যপ্রাপ্ত সাহাবিগণের হৃদয়নিসৃত এসকল কবিতায় নবীজির সিরাত ও সুন্নতের আবেগঘন স্মৃতি ও শিক্ষা জড়িয়ে আছে প্রতিটি ছত্রে ও ছন্দে।

কাব্যানুবাদে আরবি শব্দ ও বাক্যরীতি বজায় রাখা হয়েছে যথাসম্ভব। তবে ভাবমূলক অনুবাদও হয়েছে কোথাও কোথাও। ঐতিহ্য প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জনাব আরিফুর রহমান নাঈম ভাই সাহাবা-কাব্যের এ সংকলনটি সাধারণ পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করায় তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানাই। এ কাব্য সংকলনটির সাথে আরও যারা যেভাবে জড়িত ছিলেন আল্লাহ তাআলা সকলের

খেদমতকে কবুল করুন, আখেরাতে পেয়ারে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত এবং তাঁর সাথে ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সাথে থাকার সৌভাগ্য নসীব করুন । আমীন ।

মুহাম্মাদ উল্লাহ ইয়াহইয়া

কা ব্য সূ চি

রাসূল (সা.)-এর আবৃত্তি করা কিছু কবিতা ১৫
হজরত আবু বকর (রা.) ১৯
হজরত উমর (রা.) ২৫
হজরত উমর (রা.)-এর আরও কিছু কবিতা ৩৩
হজরত উসমান ইবন আফ্ফান (রা.) ৩৯
হজরত আলি ইবনে আবু তালিব (রা.) ৪৫
হজরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) ৫৫
হজরত খুবাইব ইবনে আদি (রা.) ৬০
হজরত আসেম বিন সাবিত (রা.) ৬৯
হজরত বেলাল ইবনে রাবাহ (রা.) ৭৪
হজরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা.) ৭৬
হজরত উসমান বিন মাযউন (রা.) ৮১
হজরত হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) ৮৫
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) ৮৯
মদিনার মহিলা ও শিশুরা আবৃত্তি করল ১০৪
হজরত ফারওয়া বিন আমর (রা.) ১০৭
হজরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) ১১১
হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) ১১৫
হজরত উমায়ের ইবনে হামাম (রা.) ১২০
হজরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) ১২৪
হজরত মুহাইয়াসা ইবনে মাসউদ (রা.) ১২৭
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) ১৩০
হজরত সা’আদ ইবনে মুআয (রা.) ১৩৭
হজরত আমর ইবনে জামূহ (রা.) ১৪০
হজরত আবু আহমাদ ইবনে জাহাশ (রা.) ১৪৮
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ১৫৫
হজরত হুসাইন ইবনে আলি (রা.) ১৬৬
হজরত হাসান ইবনে আলি (রা.) ১৭২
হজরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) ১৭৪
হজরত জারুদ ইবনে মুআল্লা (রা.) ১৭৮
হজরত আমর ইবনে মুর্‌রা আল জুহানী (রা.) ১৮৩
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস (রা.) ১৮৮
হজরত আবু খায়সামা (রা.) ১৯২

হজরত উবাইদাহ ইবনে হারিস (রা.) ১৯৬
হজরত আবু দুজানা (রা.) ২০৩
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহি (রা.) ২০৭
হজরত আবু খাইসামা (রা.)-এর আরেকটি কবিতা ২১১
হজরত ফাযালা ইবনে উমাইর (রা.) ২১৭
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যিবা’রা (রা.) ২২০
হজরত মালিক ইবনে আউফ (রা.) ২২৮
হজরত মালিক ইবনে নামাত্ব (রা.) ২৩১
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) ২৩৬
হজরত বুজাইর ইবনে বাজরা (রা.) ২৪১
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর আরও কিছু কবিতা ২৪৪
হজরত সাফিয়্যা (রা.) ২৪৬
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে কুর্‌য (রা.) ২৫২
হজরত আবুদ্‌ দাহদা (রা.) ২৬১
হজরত কাআব ইবনে যুহাইর (রা.) ২৬৬
হজরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা.) ২৯৭

রাসূল (সা.)-এর আবৃত্তি করা কিছু কবিতা

যুদ্ধাহত আঙুলকে সম্বোধন

ইমাম বুখারি (রহ.) হজরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক যুদ্ধে ছিলেন। সে যুদ্ধে তাঁর আঙুল মোবারক রক্তাক্ত হয়। তিনি তখন নিচের পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করেন: [১]

(১)
هل أنت إلا أصبع دميت[২]
وفي سبيل الله ما لقيت
তুমি শুধুই অঙ্গুলি এক
শোণিতাক্ত হলে যাহা,
সম্মুখীনও হলে যাহার
খোদার পথেই হলে তাহা।

খন্দক (পরিখা) খননের সময় ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর কবিতা আবৃত্তি

হজরত বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর সূত্রে ইমাম বুখারি (রহ.) বর্ণনা করেন, খন্দক (পরিখা) যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পরিখা খননে শরিক ছিলেন। আমি নিজে তাঁকে মাটি বহন করতে দেখেছি।

১ সহিহ বুখারি ২৮০২
২ دميت : রক্তাক্ত হয়েছ।

তাঁর পাকস্থলীর উপরিভাগ ধুলোবালিতে ঢেকে গিয়েছিল। তিনি ঘন চুলের অধিকারী ছিলেন। তখন আমি তাঁকে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালা আবৃত্তি করতে শুনলাম:

(২)

والله لولا الله ما اهتدينا
ولا تصدقنا ولا صلينا

খোদা তাআলা না হলে গো
পেতাম না যে পথের সাক্ষাৎ,
সদ্‌কা-জাকাত নাহি দিতাম
আদায় নাহি হতো সালাত।

(৩)

فأنزلن سكينة علينا
وثبت الأقدام إن لاقينا

সাকিনা আর শান্তিধারা
বর্ষিও গো মোদের মনে,
পদগুলো রেখো অটল
লড়ি যদি শত্রু সনে।

(৪)

إن الأولى قد بغوا علينا
وان أرادوا فتنة أبينا[৩]

মোদের 'পরে করল জুলুম
কাফের জনে সীমা-ছাড়া
ফিতনা-ফ্যাসাদ চাইবে যদি
প্রত্যাখ্যাত করব মোরা।

৩ أبينا : আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি বা করব।

পরিখা খননকারী সাহাবাগণের জন্য দু'আ

হজরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে ইমাম বুখারি (রহ.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার খন্দক তথা পরিখার দিকে গেলেন। আনসার ও মুহাজির সাহাবাগণ শীতের সকালে প্রচণ্ড ঠান্ডায় পরিখা খনন করছিলেন। কাজে সহযোগিতা করার মতো কোনো দাস তাঁদের ছিল না। ফলে তাঁরা নিজেরাই খনন কাজ করে যাচ্ছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ক্লান্তি ও ক্ষুধার কষ্ট দেখে তাঁদের জন্য নিচের বাক্যটি বলে দোয়া করলেন:[৪]

(৫)

اللهم إن العيش عيش الآخرة
فاغفر للا نصار والمهاجرة
ওগো খোদা ! জীবন সে তো
পরকালের ঋদ্ধ জীবন,
আনসার এবং মুহাজিরের
পাপ যত করো মোচন।

সাহাবাগণের উৎসর্গমূলক জবাবি পঙ্‌ক্তি

সাহাবাগণ তাঁদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমবেদনামূলক এ পঙ্‌ক্তিটি শোনলেন। তাঁরা খুব প্রীত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিজেদের উৎসর্গতা প্রকাশে তাঁরাও আবৃত্তি করলেন:

(৬)

نحن الذين بايعوا محمدا
على الجهاد ما بقينا أبدا
মহান নবির পুণ্য হাতে
বায়াত মোরা হলাম সবে,
করব লড়াই দৃঢ়পদে
যাবৎ মোদের জীবন রবে।

---

৪ বুখারি ৩৭৯৫, ৪০৯৮, মুসলিম ১৮০৪

পরিখার পাথরে আঘাতকালে আল্লাহর প্রশংসা

হাফেজ ইবনে কাসির (রহ.) ইমাম বায়হাকি (রহ.)-এর 'দালায়েলুন নুবুওয়াহ' গ্রন্থ থেকে হজরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিখা খননের সময় বড় একটি পাথর খনন কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এই বলে পাথরে আঘাত করেন:[৫]

(৭)

بسم الله وبه بدينا
ولو عبدنا غيره شقينا
يا حبذا ربا وحب دينا

খোদার নামে করছি আঘাত
সুপথ পেলাম তাঁরই গুণে
হতভাগা হতাম সবে
অন্য কিছুর উপাসনে।
কত মহান রব যে তিনি,
শ্রেষ্ঠতম মহান দ্বীনে!

৫ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/১১১

হজরত আবু বকর (রা.)

সাহাবি পরিচিতি

উপনাম- আবু বকর ও আবু কুহাফা। উপাধি- আস্-সিদ্দিক। নাম- আবদুল্লাহ বিন উসমান। মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ গোত্রের বনু তামিম শাখায় তাঁর জন্ম। হিজরতের সুবাদে তিনি মাদানিও। পূর্বে তাঁর নাম ছিল আবদুল কা'বা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ। তাঁর মায়ের নাম উম্মুল খায়র বিনতে সখর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দ্বীনের যাবতীয় বিষয়কে দ্বিধাহীন চিত্তে সত্য বলে গ্রহণ করে নেওয়ায় তাঁকে 'আস্-সিদ্দিক' (পরম সত্যবাদী) উপাধি দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেন, বিশেষত 'ইস্রা' তথা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজ গমনের ঘটনা সম্পর্কে মুশরিকদের তুমুল সমালোচনা আর অস্বীকৃতির মুহূর্তে বিনা বাক্যে তা সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়ায় তিনি এ উপাধি পেয়েছেন।

তাঁর আরেক উপাধি হলো 'আতিক'। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر

(জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত কাউকে যে দেখতে চায়

সে যেন আবু বকরকে দেখে নেয়।)

আবরাহার হস্তীবাহিনী ধ্বংসের দু'বছর চার মাস পর মক্কা নগরীতে হজরত আবু বকর (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। সবকটি জিহাদে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

لوكنت متخذا خليلا لأتخذت أبا بكر

(যদি দুনিয়ার কাউকে আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম

তবে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম।)[৬]

---

৬ মুসলিম ২৩৮৩, তিরমিজি ৩৬৫৫